জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন বাস্তবায়ন গাইডলাইন

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।" দুর্নীতিকে কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। দুর্নীতি দমনের সুসমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে ২০১২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy-NIS) প্রণয়ন করেছে। এই কৌশল বাস্তবায়নের অন্যতম উপায় সর্বস্তরে দুর্নীতি নির্মূল এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা। এ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত গাইডলাইন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ গাইডলাইনের মাধ্যমে বাউবি'র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক অথবা উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে সেবা সহজীকরণ এবং নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা সহজ হবে যা দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একইভাবে, বাউবি'র সকল স্টাডি সেন্টার বা টিউটোরিয়াল কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান সহজ ও কার্যকর হবে এবং শিক্ষার্থীদের দুর্নীতি বিরোধী মানসিকতা গড়ে উঠবে।

শুদ্ধাচার কী

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণত নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী, ব্যক্তি-পর্যায়ে শুদ্ধাচার অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি পরিবারের পরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি।

দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতি দমনে সহায়ক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। এসব আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকার কর্তৃক দুর্নীতি দমনে সহায়ক অন্যান্য আইনসহ ২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে (২০০৪ সালের ৫নং আইন) উল্লিখিত ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ধারাসমূহ, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের (১৯৪৭ সালের ২নং আইন) অধীন অপরাধসমূহ, ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (২০১২ সালের ৫নং আইন) এর অধীন ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহ এবং এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বদ্ধকর। এছাড়া সরকার কর্তৃক প্রণীত দুর্নীতি দমনে সহায়ক আইন, নীতিমালা বা নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়

বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) এর অনুসমর্থনকারী দেশ। এই কনভেনশনে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকার সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনায় যেমন পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১, পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রভৃতিতেও সমধর্মী কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের আলোকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের জন্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হবে।

ক. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

১. **সুশাসন প্রতিষ্ঠা:** বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ (সংশোধিত ২০০৯) এর আলোকে প্রণীত রেগুলেশন, নীতিমালা প্রভৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরকারি নির্দেশনা বা আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুল, বিভাগ, দপ্তর, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ সম্মিলিতভাবে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে।

২. **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (ই-সার্ভিস, ই-নথি) :** স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। যেমন-বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সেবাসমূহকে পর্যায়ক্রমে ই-সার্ভিসের আওতায় এবং নথির ক্ষেত্রে ই-নথি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সেবা গ্রহীতার সাথে সরাসরি যোগাযোগের পরিবর্তে পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় যা দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কম্পিউটার বিভাগ এবং আইসিটি বিশেষজ্ঞের সহায়তার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৩. **আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে গতিশীলতার উদ্যোগ নিতে হবে এবং প্রযুক্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। পারিতোষিক, সম্মানী বা অন্যান্য আর্থিক সংশ্লেষ অনলাইন ব্যাংকিং বা সেবার মাধ্যমে পরিশোধ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে অর্থের সঠিক ও সাশ্রয়ী ব্যবহারে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য অর্থ ও হিসাব বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪. **ক্রয় পরিকল্পনা প্রকাশ:** প্রতি অর্থবছরে ক্রয় পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। এতে করে ক্রয় সংক্রান্ত সামগ্রিক চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলে জানতে পারবে এবং ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সহজ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ, ক্রয় প্রভৃতি কার্যাদির ক্ষেত্রে ই-টেন্ডার পদ্ধতি অর্থাৎ সরকারি নীতিমালার অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসন বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৫. **সিটিজেন চার্টার:** বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটিজেন চার্টার থাকবে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। এছাড়া সিটিজেন চার্টার প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে সহজে দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে প্রদর্শিত হবে। সিটিজেন চার্টারে সর্বসাধারণের জন্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শন করতে হবে। হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের জন্য সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কমিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬. **তথ্য অধিকার:** তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্য পেতে আগ্রহী ব্যক্তিকে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে হবে এবং তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করবেন। প্রতিটি স্কুল, বিভাগ, দপ্তর, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। তথ্য অধিকার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

৭. **একাডেমিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন:** একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ যেমন-ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, কোর্স বা বিষয় পরিবর্তন, স্টাডি সেন্টার পরিবর্তন, মার্কসীট ও সনদপত্র উত্তোলনের আবেদন, নাম বা অন্য কোনো তথ্য সংশোধন, পরীক্ষা সংক্রান্ত আবেদন, বিভিন্ন ফি প্রভৃতি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একাডেমিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের জন্য স্কুলসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দপ্তরসমূহের সহায়তায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮. **ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ও হেল্পলাইন:** বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দ্রুততম সময়ে কাঙ্খিত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে সেবা গ্রহীতার সময় ও আর্থিক সাশ্রয় হবে। এছাড়া ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে অথবা ভিন্ন কোনো পদ্ধতিতে এক বা একাধিক হেল্পলাইন ফোন নম্বরের ব্যবস্থা করে তথ্য প্রদান করা যেতে পারে।

৯. **কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন:** দুর্নীতি প্রতিরোধে কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, অকেজো মালামাল অপসারণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে একটি সুন্দর এবং কার্যকর কর্ম-পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে স্কুল, বিভাগ, দপ্তর, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১০. **উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও স্বীকৃতি:** দুর্নীতি প্রতিরোধে উদ্ভাবন ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলকে আগ্রহী করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মটিভেশনাল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। নিজ অধিক্ষেত্রে উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। উদ্ভাবন চর্চার ক্ষেত্রে অন্য কোনো দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব ও নেটওয়ার্কিং এর সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। একইসাথে উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যা অন্যদের উৎসাহিত করবে।

১১. **দুর্নীতি বিরোধী পাঠ্যসূচি:** নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাববিস্তারকারী প্রতিষ্ঠান হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তৎপর ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলসমূহ বিভিন্ন প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তকে দুর্নীতি বিরোধী পাঠ্যসূচি যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এতে শিক্ষার্থীদের দুর্নীতি বিরোধী মননশীলতা গড়ে উঠবে এবং দীর্ঘমেয়াদে এর সুফল পাওয়া যাবে।

১২. **গবেষণা:** দুর্নীতির ধরণ, কারণ এবং মৌলিক উৎস অনুসন্ধানে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। উক্ত গবেষণার ফলাফল বাউবিসহ সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়েও নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

১৩. **সময়ানুবর্তিতা ও পেশাগত দক্ষতা:** সেবা গ্রহীতার সেবা নিশ্চিত করার জন্য সময়নুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে হবে। একইসাথে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পেশাগত দক্ষতা ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সময়ানুবর্তিতা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল, বিভাগ, দপ্তরসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৪. **দাপ্তরিক গোপনীয়তা:** দাপ্তরিক গোপনীয়তা দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবতীয় গোপনীয় তথ্যাদির সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। যে সকল তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক সেগুলোর গোপনীয়তা রক্ষায় প্রশাসন, স্কুল, বিভাগ, দপ্তরসমূহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৫. **শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:** ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং তা অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সময় সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে। এতে করে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি এবং চর্চা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুদ্ধাচার কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্কুল, বিভাগ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

১৬. **ওয়ার্কশপ/সেমিনার:** বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সকলের জন্য পর্যায়ক্রমে দুর্নীতি বিরোধী ওয়ার্কশপ বা সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুদ্ধাচার কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্কুল, বিভাগ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। এছাড়া বাউবি'র অভ্যন্তরীণ যে সকল ওয়ার্কশপ বা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং শুদ্ধাচারের উপর সচেতনতামূলক সেশন (Session) রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আয়োজক স্কুল, বিভাগ বা দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৭. **সমন্বয় সভা:** স্কুল, বিভাগ, দপ্তর এবং আঞ্চলিক অফিসসমূহের মধ্যে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বয় সভার আয়োজন করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ ধরনের সভা কার্যক্ষেত্রে জটিলতা ও সময়ের দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্কুল, বিভাগ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ অভ্যন্তরীণ বা যৌথভাবে সমন্বয় সভার আয়োজন করতে পারে।

১৮. **সার্ভিস রুল:** বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিগণের জন্য যুগোপযোগী সার্ভিস রুল প্রণয়ন করতে হবে। সার্ভিস রুল প্রণীত এবং বাস্তবায়িত হলে তা শৃঙ্খলা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখবে এবং তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সার্ভিস রুল প্রণয়নের ব্যবস্থা করবে।

১৯. **নিয়োগে স্বচ্ছতা ও আপগ্রেডেশন:** সকল প্রকার নিয়োগ ও পদোন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং নীতিমালা অনুসরণপূর্বক মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন ভিত্তিতে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের আপগ্রেডেশন নির্ধারিত সময় এবং প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে হবে। এতে করে কর্মরত সকলের কাজের প্রতি গতিশীলতা এবং দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে। নিয়োগে স্বচ্ছতা ও নিয়মিত আপগ্রেডেশনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০. **আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন বা সংশোধন:** সময় ও চাহিদা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক বিধি, নীতিমালা, রেগুলেশন প্রভৃতি প্রণয়ন করতে হবে। একইসাথে বিদ্যমান আইন, বিধি, নীতিমালা,

রেগুলেশন প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করার পদক্ষেপ নিতে হবে। আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন বা সংশোধন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

২১. **অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা:** বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তদন্তপূর্বক বিধি অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করবে।

২২. **ওয়েবভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা:** সেবা গ্রহীতাগণকে সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে একটি ওয়েবপেজ তৈরি করা যেতে পারে। যাতে ওয়েবপেইজে অভিযোগকারী তাঁর অভিযোগের বিষয়ে লগ-ইন করে সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারে। দ্রুততম সময়ে অভিযোগের প্রতিকার প্রদান করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৩. **অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল:** বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন মনে করলে একটি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠন করতে পারে। এই সেল অভিযোগ প্রতিকারের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করবে। এছাড়া অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুপারিশ করতে পারবে পারবে। সেল সময়ে সময়ে সভায় মিলিত হবে।

২৪. **দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি:** অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটি কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির সন্ধান পেলে বা দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা অনুসন্ধান করে রিপোর্ট প্রদান করতে পারবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত রিপোর্টের আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ. সচেতনতামূলক কার্যক্রম

১. **দুর্নীতি বিরোধী র‍্যালি ও মানববন্ধন:** বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে, বিভিন্ন স্কুল ও বিভাগ একক বা যৌথভাবে, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ বিশেষ দিবসে বা অন্য যে কোনো সময়ে দুর্নীতি বিরোধী র‍্যালি ও মানববন্ধনের আয়োজন করতে পারে।

২. **পোস্টার ও কার্টুন প্রদর্শন:** দুর্নীতি বিরোধী পোস্টার ও কার্টুন প্রদর্শনের মাধ্যমেও সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। এছাড়া দুর্নীতি বিরোধী পোস্টার ও কার্টুন প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. **বিতর্ক প্রতিযোগিতা:** দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে করে দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশের সুযোগ তৈরি হবে। আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র পর্যায়েও টিউটোরিয়াল কেন্দ্রসমূহের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুর্নীতি বিরোধী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

৪. **সচেতনতামূলক মিডিয়া অনুষ্ঠান:** বাউবি পরিচালিত মিডিয়ায় (Opentv, Webradio, BOUTube, Facebook ইত্যাদি) দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যেতে পারে।

৫. **জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ও কাউন্সেলিং:** বাউবি'র শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং টিউটর ও সমন্বয়কারীগণকে জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাউন্সেলিং সভা আয়োজন করা যেতে পারে।

৬. **উত্তম চর্চা:** দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল ক্ষেত্রে উত্তম চর্চা (Best Practice) করতে হবে। এ লক্ষ্যে উত্তম চর্চার একটি তালিকা (Indicator) প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৭. **নন-ফরমাল প্রোগ্রাম:** দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নন-ফরমাল প্রোগ্রাম চালু করতে পারে।

অসুবিধা দূরীকরণ: দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব বিষয় এই গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি বা সরকার কর্তৃক কোনো নির্দেশনা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে এই গাইডলাইন সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা যাবে।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন বাস্তবায়ন গাইডলাইন বোর্ড অব গভনরস্ এ অবগত করার সুপারিশ করা হলো।